গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ক্রীড়া অফিসারের কর্যালয়
সুনামগঞ্জ।

এক নজরে

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সুনামগঞ্জ জেলা ক্রীড়া অফিস, সুনামগঞ্জ জেলার তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলায় ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপন,ক্রীড়া ক্ষেত্রে তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ এবং আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করছে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

সাধারণ তথ্য

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারনের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি,ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন,ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি,দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদেরে জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বি পি এড) বিষয়ে শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন ,ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়ার সৃষ্টি ও ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ এবং আমাদের দেশের গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে । ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচী বাস্তবায়িত হয় । ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক ক্রীড়াপুঞ্জি প্রস্তুত করা হয়েছে ।

ক্রীড়া কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে । যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সমঝোতা স্মারকের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রীড়া পরিদপ্তর কাজ করছে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতীক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে কার্যকারী ভূমিকা রাখছে । বর্তমানে ক্রীড়া পরিদপ্তর খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,দারিদ্র বিমোচন,নারীর ক্ষমাতায়ন,ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা,অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য বার্ষিক ক্রীড়াসূচীতে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে । এ কর্মসূচী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজে ইতিবাচক ভুমিকা রাখছে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুব ও যুব মহিলাদের এক বছরের নিবিড়ি প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে । প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষকেরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠাসমূহে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক,প্রভাষক ও প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করছে । এর ফলে খেলাধুলার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকার যুব শ্রেনীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০১৮-২০১৯ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এবারের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী ২০১৯-২০২০(জুলাই/ ২০১৯ হতে জুন/২০২০পর্যন্ত)সফলভাবে বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন,বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ক্রীড়া ক্লাবসমূহের প্রতি ক্রীড়া পরিদপ্তর পূর্বের ন্যায় সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে ।

সেবা সমূহের বিবরণঃ

১। ক্রীডাপঞ্জী অনুযাযী বার্ষিক ক্রীডা কর্মসূচী বাস্তবায়ন
সাধারনত বার্ষিক ক্রীডা কর্মসূচী ২ ভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে (১) প্রশিক্ষণ (২) প্রতিযোগিতা
প্রশিক্ষণ সমূহ হলঃ (ক) ফুটবল খ) ক্রিকেট গ) ভলিবল ঘ) হ্যান্ডবল ঙ) হকি চ) ব্যাডমিন্টন
প্রতিযোগিতা সমূহ হলঃ ক) সাতাঁর খ) অ্যথলেটিকস গ) কাবাডি ঘ) দাবা ঙ) ব্যাডমিন্টন চ) টেবিল টেনিস
সেবা গ্রহণকারীঃ আগ্রহী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীডা ক্লাব সমূহ
সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময় সীমাঃ ০১ (এক) মাস
২। জাতীয় ক্রীডা পুরষ্কারের জন্য সুপারিশ
সেবা গ্রহণকারীঃ আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক
সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময় সীমাঃ ১৫ (পনের) দিন
৩। আর্থিকভাবে অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের অবসর ভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশ
সেবা গ্রহণকারীঃ আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক
সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময় সীমাঃ ১৫ (পনের) দিন
৪। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান / শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে ক্রীড়া সামগ্রী ও আর্থিক অনুদান প্রদানের সুপারিশ
সেবা গ্রহণকারীঃ আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক
সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময় সীমাঃ ১৫ (পনের) দিন
৫। জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপনে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান
সেবা গ্রহণকারীঃ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন
৬। জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় গৃহীত জেলা প্রশাসনের ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান
সেবা গ্রহণকারীঃ জেলা প্রশাসন
৭। ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন
সেবা গ্রহণকারীঃ ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

পাতা
ভিশন ও মিশন

মিশন : তৃণমূল পর্যায়ে দেশের শিশু ,কিশোর ও তরুনদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়ার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলীর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

ভিশন : দেশের সকল শিশু-কিশোর ও তরুন ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত হবে।